মেহেরপুরে ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের ২৭১তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির জনক Samuel Hahnemann-এর ২৭১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ডা.মুন্সী মোজাম্মেল হক, সঞ্চালনা করেন ডা.মো: সাহারুল ইসলাম অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুররআন তেলাওয়াত করেন ডা.মোঃ শহিদুল ইসলাম। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে মুল পর্ব শুরু হয় এ সময় অতিথিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন, জেলা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কল্যাণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক ডা.মো:আবুল কাশেম এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডা.মোঃ মফিজুল ইসলাম ডা.মুন্সি জাহাঙ্গীর জিন্নাত, ডা.এ এইচ এম মান্নান, ডা.মোঃ খসরু আলম, ডা.মো: এম আর আলম, ডা.মো: হায়দার আলী, ডা.মোঃ মুন্সী এ এইচ এম রাশেদুল হক।

হ্যানিম্যানের জীবন, কর্ম ও মানবকল্যাণে তাঁর অবদানের উপর আলোকপাত করেন। বক্তারা বলেন, ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালের ১০ এপ্রিল জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতির সূচনা করেন। তাঁর উদ্ভাবিত “Similia Similibus Curentur” নীতির মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে, যা আজও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

আলোচনায় আরও উল্লেখ করা হয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি নিরাপদ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত এবং তুলনামূলকভাবে ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে এই চিকিৎসা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বক্তারা হ্যানিম্যানের আদর্শ অনুসরণ করে রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকার আহ্বান জানান এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে আরও বিস্তৃত ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসক, শিক্ষার্থী ও হোমিওপ্যাথি

অনুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে ক্রীড়া দিবস উদযাপন

ক্রীড়া হলে পেশা পরিবার পাবে ভরসা, এবং গড়বো ক্রীড়ায় সেতুবন্ধন, করবো বাধা দূরীকরণ; এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উদযাপিত হয়েছে|

জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আজ সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়| পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

এতে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক হাসান, জেলা ক্রীড়া অফিসার আমানুল্লাহ আহমেদ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহসানুজ্জামান ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, রেফারি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন|

খেলাধুলা তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনধারায় গড়ে তোলে এবং তাদের বিপথগামিতা থেকে দূরে রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ক্রীড়ার বিকাশে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন|

মুজিবনগরে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপন

মুজিবনগরে র্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-সদস্যা এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মিলনমেলা বসে।

রজত জয়ন্তী উদযাপনের শুরুতেই শিক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালি শেষে শুরু হয় আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান।

গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম এবং আতিয়ার রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভার শুরুতেই বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানের অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলোচনা সভার শেষে বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকেও বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিকেলে রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা উদযাপন

আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক হিসেবে পূজিত।

যদিও সরস্বতী বৈদিক দেবী, তবে সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি মূলত আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী-সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ঝিনাইদহের চাকলা পাড়া প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়। পূজার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনাসভা ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে দেবী সরস্বতীর মহিমা ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজসহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উপলক্ষে পূজা ও ‘বাণী অর্চনা’ অনুষ্ঠিত হয়।

“আরো আলো আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো” এই উক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার দেবীর কাছে জ্ঞান ও আলোর প্রার্থনা জানান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার তাড়ি ও দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ‘সরস্বতী’ শব্দের অর্থ জনবতী বা নদী অনেক পণ্ডিতের মতে দেবী সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে তিনি জ্ঞান ও চেতনার দেবী হিসেবে পূজিত হন। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়, যা বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামেও পরিচিত।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করেন, কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুপালি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী পল্লবী কুন্ডু, ঐতিহ্য সাকারি ও অনিন্দিতা সরকার।

জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী পূজা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন সম্পন্ন হয়।

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এসএ টিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত হয়েছে এসএ টিভির ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান, এসএ টিভির ঝিনাইদহ প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সেন্ট্রাল কেবল নেটওয়ার্কের পরিচালক ইসাহাক আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর’র স্টাফ রিপোর্টার সাদ্দাম হোসেন। বক্তারা দেশের প্রথম শ্রেণির স্যাটেলাইট টেলিভিশন এসএ টিভির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন। আলোচনা সভা শেষে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

কোটচাঁদপুর ব্লাডব্যাংকের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ব্লাডব্যাংকের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন কমিটি ঘোষণা ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৩টার সময় উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক

কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে সাবেক সভাপতি মাস্টার মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আব্দুল আলিমের সঞ্চালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইছাহক আলী, পরিচালক ও হরিণদিয়া আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক ওমর ফারুক, সরকারি কলেজের প্রভাষক রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল হোসেন, সভাপতি মিলন আহমেদ, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ সংগঠনের কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। তাই অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে রক্তের প্রয়োজন দেখা দিলে রোগীর পরিবারের লোকজন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমন সময় রক্ত পেলে রোগীর বেঁচে থাকার নতুন দিশা তৈরি হয়।

এ সময় সবাইকে রক্তদান করতে এবং অন্যদের রক্তদানে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান বক্তারা।

অনুষ্ঠানে কোটচাঁদপুর ব্লাডব্যাংকের থিম সং ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় এবং প্রোগ্রাম শেষে ব্লাডব্যাংকে বিশেষ অবদান রাখায় সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপন

“প্রযুক্তি ও মমতায়, কল্যাণ ও সমতায়, আস্থা আজ সমাজসেবায়” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৬।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় মল্লিক পুকুর এলাকা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রমটি স্বপ্নছুঁই পার্কের সামনে এসে শেষ হলে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
এরপর সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আনিছুর রহমান এবং জুলাই যোদ্ধা খন্দকার মুহিত।
আলোচনা সভায় বক্তারা সমাজসেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার, মমতাময়ী সমাজ গঠন এবং সবার কল্যাণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি আস্থা স্থাপন করে সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণই এবারের জাতীয় সমাজসেবা দিবসের মূল লক্ষ্য।
আলোচনা সভা শেষে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার, ব্যবসায়িক ঋণ ও প্রতিবন্ধী কার্ড বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সমাজসেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আমঝুপি শিশু কিশোর সংগঠনের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

আমঝুপি শিশু কিশোর সংগঠনের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাৎসরিক প্রীতিভোজ ও জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার মুজিবনগর উপজেলার অনন্যা পার্কে দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কেক কাটা, আলোচনা সভা ও প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের নতুন জার্সি উন্মোচন করা হয়। জার্সির স্পন্সর হিসেবে সহযোগিতা করেন দোয়েল।

এ উপলক্ষে সংগঠনের নতুন কমিটিও ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান মুস্তাক আহমেদ মিলন, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবু সাঈদ শুভ। পাশাপাশি ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, আমঝুপি শিশু কিশোর সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, খেলাধুলাসহ সমাজের প্রায় সকল ইতিবাচক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠন সমাজ উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যষক্ত করেন তারা। অনুষ্ঠানটি প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন

দামুড়হুদায় মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে প্রদর্শন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের অংশগ্রহণে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

মঙ্গলবার ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা পরিষদ চত্বর, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সকাল ৮টায় উপজেলার নাটুদাহ আটকবর স্মৃতিসৌধে প্রতিবারের মতো এবারও গভীর শ্রদ্ধায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ৯টায় উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম মাঠে জাতীয় সংগীতের তালে তালে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শান্তির প্রতীক কবুতর অবমুক্ত করা হয়। এরপর পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, বিএনসিসি, গার্লস গাইড, স্কাউটস এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবের অংশগ্রহণে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিজয়ের তাৎপর্য এবং স্বাধীনতার চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দুপুর ১টায় মিনি স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বাদ জোহর নামাজের পর বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ দোয়া মাহফিল, প্রার্থনা ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
বেলা ৩টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিনদিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ বিজয় মেলার (চারু কারু ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পপণ্য) উদ্বোধন করা হয়। এদিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বিকাল সাড়ে ৪টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করা হয়। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

দিনব্যাপী এসব কর্মসূচিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

উবাইদুর রহমান সাহেলের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সর্বস্তরের জনগণ।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতি বছরই বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে।